বিভক্তির সাত কাহন-৪

ভজন সরকার

বিভক্তির সাত কাহন শুরু করেছিলাম নিতান্তই শখের বশে । যেমনটি যৌবনে অনেকেই করে প্রেম আর কবিতা দিয়ে । আর ইন্টারনেট পত্রিকার পাঠকের ব্যাপ্তি নিয়েও মনে আশঙ্কাতো ছিলই । কিন্তু আমার সব আশঙ্কাকে ভুল প্রমান করে দিয়েছে গত কয়েক দিনের প্রাপ্ত ই-মেল আর টেলিফোন । প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ইন্টারনেট পত্রিকার এত জনপ্রিয়তা আমাকে অবাক আর বিস্মিত করেছে । প্রবাস জীবনের শত অনিশ্চিয়তা আর ব্যস্ততার মধ্যেও যে মানুষগুলো তাদের শ্রম আর মেধা দিয়ে এই পত্রিকাগুলো বের করেন পাঠকের ব্যাপক প্রতিক্রিয়াই প্রমান করে তাদের শ্রম পন্ডশ্রম নয় অবশ্যই ।

প্রবাসী হবার কারণ যতই তিতি-বিরক্ত হোক না কেন , মনে একটা মৃদু আশার ব্যঞ্জনা তো অবশ্যই ছিল । সেটা স্বভাবতই সৌহার্দ্য আর বৈষম্যহীন একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস । আর প্রবাসী সমাজের মানুষগুলো যেখানে শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত, সেখানে প্রাপ্তির প্রত্যাশা সহজাত ভাবেই বেশী । অভিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমানাধিকারের দাবী এবং স্বীকৃতির সাথে সাথে একই ভৌগলিক সীমানার এবং একই কৃষ্টি,সংস্কৃতি ও ভাষাভাষী মানুষের মিলন-প্রত্যাশাই কাংখিত ছিল । কেন না, বাঙালী হিসেবে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ধারণ ও গ্রহন করে থাকি সামাজিক সম্মিলনের জন্য তা অসাধারণ এবং অনন্য । ঐতিহ্য ও ইতিহাস প্রমান করে, ধর্ম খুব একটা বাধা হয়ে উঠে নি বাঙালীর মিলন ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে । তাই নাই নাই করেও হারাধনের সাতটি ছেলের মত যা অবশিষ্ঠ আছে তা নিয়েই আজও বাঙালী ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে একটা জাতিস্বত্তা ।

আর এই বাঙালী জাতিস্বত্তার অভিবাসী সংস্করনে যে বিভক্তির বাতাবরন , সে হতাশা থেকেই আমার ধারাবাহিক রচনাটির উৎপত্তি । সাত কাহনের শুরুতেই বিপত্তি আর মারাত্মক আপত্তি - পাঠকের পক্ষ থেকে । আমি নাকি ধর্মে আঘাত করছি হিন্দু-মুসলমান সবার ।
কলাম লেখকের কোন বন্ধু থাকে না জানতাম । কিন্তু আমার মত এক অখ্যাত-নগন্য লিখিয়ের রচনার এমন প্রতিক্রিয়ায় আমি যার পর নাই রোমাঞ্চিত এবং মৃদু ভীত-সন্ত্রস্তও বটে বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনায় । আমার লেখার বিষয়বস্তুনির্বাচনে এই অকাট্য মূর্খতা দেখে আমারই এক প্রতিভাবান বন্ধু একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন । আসল কথার আগে সেই গৌড়চন্দ্রিকাটাই শেষ করি ।

আমার বন্ধুটি অনেক দিন আগে একটা রচনা পড়েছিলেন ,শিরোনাম ,“ অধ্যাপক আবদুললাহ আবু সাইয়িদ এত জনপ্রিয় কেন ? ” । বিশিষ্ট উপস্থাপক, প্রায় আজীবন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এবং ঢাকার বিশ্ব-সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এই জনপ্রিয় গুনী মানুষটি আমারও শিক্ষক । আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার ক্লাশে বসে থাকতাম ,রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তিপড়াতেন তিনি । শুরু করতেন কিন্তু শেষ হোত না । কারণ, আলোচনা হৈমন্তি থেকে হারিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের এত অলি-গলিতে বিচরন করতো যে আমরাও হারিয়ে যেতাম রবীন্দ্র-অতলান্তে। বাগ্মীতার এমন সুশোভন ও যাদুকরী ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে । এমন প্রতিভাবান মানুষটি আবার সুকৌশলীও বটে । আর তার সেই কৌশলের কথাই আলোচিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে । কোন জাতীয় সমস্যা - যা থেকে রাজনৈতিক আর

ধর্মীয় বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে সে ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুললাহ আবু সাইয়িদ সব সময়ই নীরব । তিনি আন্দোলনে ও আছেন তবে তা অবশ্যই পরিবেশ আর বই নিয়ে । কারণ, নদী,গাছ আর বইয়ের কোন জাত -ধর্ম -দল নেই । তাই বিতর্কিত হবার আশঙ্কাও ক্ষীন । বন্ধু টি র উপদেশ যে, লিখতে হলে পরিবেশ , আর বই নিয়ে লিখো । আর বেশী হলে কবিতা কিংবা প্রেমের উপন্যাস । হিন্দু-মুসলমান প্রেম দেখাতে পারো বড়জোর কিন্তু কখনই বিয়ে পর্যন্ত যাবে না ।

সাত কাহনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের ধর্ম আর রাজনৈতিক বিভাজনের সাথে সাথে দলবাজি আর গলাবাজির কাহিনী বলতে গিয়ে কিছু পাঠকের মনে আঘাত লেগেছে । যদিও আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি যে, পাঠকের মনে সান্তনার মলম লাগানোর দায় লেখকের নয় । কারণ, লেখক লিখেন তার উপলব্ধি আর বোধ থেকে । পাঠকের ভাল লাগা-মন্দ লাগা তার নিজস্ব ব্যাপার । তবুও কিছু তথ্য আর তত্ত্ববিভ্রান্তি থাকলে তা শুধরে নেয়া আমার নৈতিক দায় । যেমনটি হয়েছে, ‘‘ শনির পূজা ’’ আর ‘‘ সত্য নারায়ণ পূজা ’’ নিয়ে । অনেকে লিখেছেন , অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী-গুনী মানুষ এ সব করেন , ফলে তাদের ‘‘অশিক্ষিত ’’, ‘‘মধ্য -নিম্ন-মধ্যবিত্ত’’ বলা আমার ঠিক হয় নি । কিন্তু আমি আমার লেখায় এ সব পূজা কারা করেন , তা বলার চেয়ে পূজা আয়োজনের উপলক্ষ্যে সামাজিক বিভাজনের কথাই বলতে চেয়েছি । কোন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত ‘‘ শনির পূজা ’’ আর ‘‘ সত্য নারায়ণ পূজা ’’ করে থাকলে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আছে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা - যদি তা সামাজিক পচন আর বিভাজনের অনুঘটক না হয় ।

যেমনটি হয়েছে তাবলিগ-জামাতের ক্ষেত্রেও। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি আমি । অনেকে বলেছেন, সত্যিকারের তাবলিগ-জামাতীরা এ ঘটনা কখনো ঘটাতেই পারে না । তাবলিগ-জামাতীদের মধ্যেও আসল -নকল আছে কিনা আমার জানা নেই আর থাকলেও কে আসল আর কে নকল সেটা বোঝার কোন উপায় আছে কি ? আর থাকলেও তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আছে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা - যদি তা সামাজিক পচন আর বিভাজনের অনুঘটক না হয় ।

অত্যন্ত প্রিয় দু’জন লেখকের দু’টো ই-মেল পেয়েছি আমি । একজন এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র নেতা আর কবি-ছড়াকার ডাক্তার (বর্তমানে ডঃ) আবুল হাসনাত মিলটন - বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আর অন্য জন কানাডার টরেন্টোতে জনপ্রিয় সাহসী ,প্রতিবাদী এবং প্রগতিশীল লেখিকা নন্দিনী খান । উভয়েই ক্ষমা চেয়েছেন তাবলিগ-জামাতের ওই সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর পক্ষে- যারা আমাকে সাহায্য করতে এসেও অন্য-ধর্মী ভেবে আর সহায়তা করে নি । আমি জানি, মিলটন আর নন্দিনী-র এই ক্ষমা চাওয়া তাদের বিনয় আর মহানুভবতার পরিচায়ক । কোনক্রমেই ওই সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর প্রতিনিধিত্ব নয় । কারণ, একমাত্র ধর্মীয় মিলই কোন মানুষকে মিলায় না । মিলটন আর নন্দিনী খানের মতো মানুষকে তো অবশ্যই নয় ।

যদিও সব ধর্মের সংকীণর্তাই এটা যে, মানুষকে সচেতন অথবা অবচেতন ভাবেই সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীর প্রতি করে ফেলে নমনীয় আর পক্ষপাতদুষ্ট । আবার সেই প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফের ভাষাতেই ,‘‘ মুক্ত চেতনা-চিন্তাচালিত হতে পারে না কোন আস্তিক মানুষই ।’’ (চলবে)

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ও লেখক ।
sarkerbk@gmail.com